পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি মেঘলা, সম্পাদক সাইদুল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পাইরা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়।

কাউন্সিলের প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন। উদ্বোধন ঘোষণা করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হামিদুল হক, রেজাউল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী। সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে রায়পুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়াল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এদিকে কাউন্সিলরদের গোপন ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন আবদাল হক (হরিন) ৪০৯ ও মনজুর হোসেন টনিক (টিউবওয়েল) ৩৬০ ভোট।
এদিকে পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন। সভাপতি পদে মকবুল হোসেন

মেঘলা (আনারস) ৫০৩ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আতিয়ার রহমান (চেয়ার) পান ৫৬ ভোট এবং মনিরুজ্জামান গাড্ডু (ছাতা) পান ৫৪ ভোট। এছাড়া ২৬টি ভোট বাতিল হয়।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম (ফুটবল) ৩৯৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী

হন। আব্দুল্লাহ হিল মারুফ পলাশ (মোরগ) পান ২১৫ ভোট। ৩০টি ভোট বাতিল হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অ্যাডাম সুমন (টিউবওয়েল) ৪৫২ ভোট, ইমন হোসেন (হরিণ) ৩৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। এখানে ১৯টি ভোট বাতিল হয়।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনাসভা

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ষোল বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে সম্মেলন শুরু হয়েছে।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে সকাল ১১ টার সময় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির স্থানীয় বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন ও উদ্বোধক মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচীব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হািমিদুল হক, রেজাউল হক, আখেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।
গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক টিমের আহ্বায়ক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনা সভায় উদ্বোধক জাভেদ মাসুদ মিল্টন উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জলাবদ্ধতা ও হাটের দখলে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

বর্ষাকালে হাটু পানিতে জলাবদ্ধতা ও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে বিদ্যালয় মাঠে। এ দুই ভোগান্তিতে বিপর্যয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান। প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছে ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ভোগান্তি নিয়ে দিনের পর দিন উপজেলা ও জেলা পযার্য়ের বিভিন্ন দপ্তরে ধর্ণা দিয়েও কোন সমাধান হয়নি।

১৯৩৫ সালে ৬৪ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে অবকাঠামোগত সংকটে রয়েছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ থাকলেও তার মধ্যে দুটি টিনশেডে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫ জন এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির পানিতে পুরো এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, শিক্ষার্থীদের আসা—যাওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমও প্রতিদিনই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

শুধু বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও হাটের জন্য সমস্যার শেষ নেই। স্কুল চত্বরজুড়ে গরু—মুরগি, দোকানপাট ও লোকজনের কোলাহল পাঠদানকে করে তোলে দুঃসাধ্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাবিয়া সালমা বলেন, “বিদ্যালয়ের পরিবেশটি বর্তমানে শিক্ষার অনুপযুক্ত। বর্ষায় পানি জমে যায়, আবার হাট বসায় ক্লাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কায় থাকি। বারবার বলা হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান পাচ্ছি না।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান জানায়, “আমার বই খাতা ভিজে যায়। হাট বসলে অনেক লোক আসে, ক্লাস করতে পারি না। তখন অনেক শব্দ হয়।” চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিমা খাতুন জানায়, “পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে স্কুলে আসি। কেউ কেউ পড়ে যায়। আমাদের ক্লাসরুমেও

পানি ঢুকে যায় মাঝে মাঝে।” পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল জানায়, “হাটের জন্য জায়গা থাকে না। গরু—মুরগি থাকে সামনে। তখন আমরা স্কুলে আসতেও ভয় পাই।”

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন— “বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অবৈধ হাট উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।”

প্রতি প্রকল্প থেকে পিআইও’র কমিশন ১৫ শতাংশ!(২য় পর্ব)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

প্রতিটি প্রকল্পে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ কমিশন নিয়ে পিআইসি সভাপতিদের দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অধিকাংশ পিআইসিরা।

এ ধরণের অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান টিম গত এক সপ্তাহ ধরে গাংনী উপজেলার বেশ কিছু ইউনিয়নের প্রায় ২০টি প্রকল্প পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমান পেয়েছে। ১ম পর্বে ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রজেক্টের বরাদ্দের অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে গাংনী উপজেলার মটমুড়া, রাইপুর, সাহারবাটি, কাথুলী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন, স্থানীয় জনগণ ও পিআইসি সভাপতির সাথে কথা বলে পিআইও মনসুর রহমানের আরও অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে

বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। সবমিলিয়ে গাংনী উপজেলায় তিন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার চেংগারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাটের জন্য ৭.৭৭৩৪ মেট্রিক টন গম যা টাকার পরিমাণে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, কোন মাটি এখানে দেওয়া হয়নি। অথবা এ প্রকল্প সম্পর্কে তিনি কিছু জানেনও না।

কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের রোজীবালার বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবিকরণ ও মাটি দ্বারা মেরামত বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৫ হাজার টাকা। কিন্তু কোন কাজ হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় আব্দুল নামের এক ব্যক্তি। প্রকল্পের খইরুদ্দিনের বাড়ি থেকে ভৈরব নদী পর্যন্ত এইচবিবিকরণসহ মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ লাখ টাকা।

এ দুটিসহ তিনটি প্রকল্পের সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য জিনারুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির কারণে একটা কাজ এখনো শুরু হয়নি। তবে বাকি ২ টা কাজ হয়েছে। কাথুলী ইউনিয়নের সব কাজে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ১৩ শতাংশ টাকা কেটে নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কমিশন কাটা নিয়ে কাথুলী ইউনিয়নের মেম্বারদের সাথে পিআইও’র সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। তবে অন্যান্য ইউনিয়নের ১৫ শতাংশ ও তার বেশি কেটেছে বলে শুনেছি।

৩য় কিস্তিতে গাড়াবাড়িয়া হলদেপাড়া ঈদগাহে ওয়াল প্লাস্টার, রংকরণ ও টাইলসের কাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ লাখ টাকা। তবে প্রকল্পের সভাপতি আকতারুজ্জামান বলেন, এখনো স্টিমেট হাতে পায়নি বলে কাজ

বন্ধ আছে।

কাথুলী গ্রামের ঈদগাহ পাড়ার সবাফতের বাড়ির সামনের পুকুরের প্যালাসাইডিং নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ টাকা। প্যালাসাইডিংয়ের কাজ হলেও মাটি ভরাট করা হয়নি।

মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া গ্রামের শামসুলের বাড়ি হতে কবরস্থান মুখী রাস্তা এইচবিবি সহ মাটি ভরাট কাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ টাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ ১৫০ ফুট থেকে ১৮০ ফুট হেয়ারিং এর কাজ হয়েছে তিন নম্বর ইট দিয়ে, এবং রাস্তার দুই পাশে মাটির কাজ থাকলেও বাইরে থেকে কোন মাটি দেওয়া হয়নি, আশেপাশের মাটি কেটে ভরাট করা হয়েছে। তবে এ প্রকল্পের সভাপতি আইজুদ্দিন মেম্বার কাজ হয়েছে বলে জানালেও কতটাকার কাজ সেটা জানাতে পারেননি।

রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সালদহ গ্রামের ফজলুর বাড়ি থেকে ঠান্ডুর বাড়ি অভিমুখী এইচবিবিকরণ, প্যালাসাইডিং ও মাটি ভরাট ৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো কোন কাজ করা হয়নি।

প্রকল্পের সভাপতি প্যানেল চেয়ারম্যান সারজিদুল ইসলাম বলেন, পিআইও অতি চালাক মানুষ। সময় শেষের দিতে ইউএনও স্যারকে বলে টাকাটা তুলে নিয়েছে যাতে ফেরৎ না যায়। সেই টাকা আমরা পেয়েছি ২৬ তারিখে। যে কারণে কাজ করতে পারিনি। তবে টাকা দেওয়ার আগে প্রতিটি কাজের জন্য ১৪ পার্সেন্ট করে কেটে নিয়েছে। বৃষ্টি ছাড়লেই কাজটা শুরু করবো।

মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া গ্রামের ঈদগাঁ পাড়া ঈদগাঁয়ের ব্রিকসাইডিং নির্মাণ ও মাটির কাজ বরাদ্দ ১২ মেট্রিক টন চাউল, ওই হিসেবে ৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। এ প্রকল্পে শুধুমাত্র প্যালাসাইডিংয়ের কাজ হয়েছে মাটি দেওয়া হয়নি।

তবে, এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা

হয়েছে।” তবে ১৫ শতাংশ কমিশন নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

আগামী পর্বে পড়ুন পিআইসি মনসুর রহমান এই প্রকল্পগুলো থেকে কমিশন নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কি করেছেন, কাকে কাকে কমিশনের ভাগ দিতে হয়েছে। এমনকি পিআইও কিছু পিআইসিকে নাম মাত্র সভাপতি কেন পুরো কাজ নিজেই করছেন। এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি টাকা এভাবে লুটপাট করায় সংশ্ষ্টি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত পিআইও’র বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তাও দেখতেও চাই সাধারণ মানুষ। আমরা এমন কিছু মানুষের বক্তব্যও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

গাংনীতে মাদককান্ডে এক ব্যাক্তির জেল ও জরিমানা

মাদক সেবন ও সংরক্ষণ করার অপরাধে গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে আবু সাঈদ (৪৫) নামের এক মাদকাসক্তকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তেরাইল গ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই দন্ডাদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আবু সাঈদ তেরাইল গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে। এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১ পুরিয়া গাঁজাসহ আবু সাঈদকে আটক করেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৪২(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বিকালেই তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাংনীতে বিএনপি’র বিজয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

গণ-অভ্যুত্থান দিবসের বছরপূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বিশাল বিজয় শোভাযাত্রা ও পথসভা করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টায় গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড় বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নির্দেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে একত্রিত হয় মূল শোভাযাত্রায়।

শোভাযাত্রা শেষে বড়বাজার এলাকায় সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা

মোস্তাফিজুর রহমান, পৌর বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি সুজন মাহমুদ, আবুল কালাম আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, ইয়ামিন বাবলু প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এতে অংশ নেন।

গাংনীতে গণছিনতাই ও পৃথক মামলায় গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরের গাংনী-ধানখোলা সড়কে গণছিনতাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সন্দেহভাজন ৫ জন এবং অপর একটি ছিনতাই মামলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আরও ৩ জনসহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এবং গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—গাংনী উপজেলার মাঠপাড়া এলাকার কামরুজ্জামান শিহাব, সাকিব হোসেন, মুরছালিন, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মিকাইল হোসেন এবং জাহিদ হোসেন। অপরদিকে গাংনীর তেরাইল গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হন রুবেল হোসেন, ফিরোজ হোসেন এবং সোহাগ হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, গ্রেফতারকৃতরা সকলেই গাংনী-ধানখোলা সড়কের গণছিনতাই এবং পৃথক আরেকটি ছিনতাই মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় গাংনী-ধানখোলা রাস্তায় গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনী-ধানখোলা সড়কে ককটেল

ফাটিয়ে আবারও গণডাকাতি

এক মাসের ব্যবধানে গাংনী থানা থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে তিনটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে আবারও গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করেছে ডাকাতদল।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির কাছে হারেজ মোড়ে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের কাছে হাতবোমা ও দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রায় ২০ জন পথচারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।

ভুক্তভোগী ইয়াসির আরাফাত আলীর কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা, আব্দুল হালিমের কাছ থেকে ৬০০ টাকা, শাহজামাল আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, রেজিয়া খাতুনের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, মিন্টু হোসেনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা, মহব্বত আলীর কাছ থেকে ২২শ টাকা, মিন্টু আলীর কাছ থেকে পৌনে ১০ হাজার টাকা, কুরসিয়া খাতুনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও অর্থ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা, মহিষাখোলা ও আড়পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, ৭-৮ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা পথচলতি অন্তত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, “এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এদিকে, এমন ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা

চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত পুলিশি টহল জোরদার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী জোর দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূর্বেও একই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর পুড়াপাড়া-জুগিন্দা রাস্তাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

এভাবে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় জনমনে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী থানা পুলিশের ডিএসবি (বিশেষ শাখা) শাখার অধিকাংশ সহকারী উপপরিদর্শক ও কনস্টেবলরা তাদের মূল দায়িত্ব ফেলে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে দেন-দরবার ও আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সময় কাটান। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন ডিএসবি শাখায় কর্মরত এই কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা।

বিষয়টি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা বিশেষ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে নগদ টাকা ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাজীপুর গোলাম বাজারের সোহেল রানার মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে।

সোহেল রানা জানান, মিষ্টির দোকানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারটি পুরানো হয়ে যাওয়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখায়

পুরো দোকানটি পুড়ে গেছে। দোকানে থাকা নগদ টাকা ও খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এদিকে টাকা পয়সাসহ দোকানের অন্যান্য মালামাল পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে দোকান মালিক সোহেল রানাা।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাইফুর রহমান মিলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ রাজু আহমেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নুরুন্নাহার খাতুন এবং শিক্ষার্থী এশা মনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শিক্ষক খলিলুর রহমান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।